বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

মামলা নং- ২/২০১৮		আবেদনের তারিখ : ০৯-১১-২০১৭ ইং
অভিযোগকারী	:	প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল, বাণিজ্য কিরণ (২য় তলা), ১৩৯৬/২, শেখ মুজিব রোড, চট্টগ্রাম।
		বনাম
প্রতিপক্ষ	:	চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন, সি এন্ড এফ টাওয়ার (১২ তম তলা), ১৭১২, শেখ মুজিব রোড, চট্টগ্রাম।
আদেশের তারিখ	:	৩১-০৩-২০১৯ ইং
কমিশন	:	১। জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী, চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। ২। জনাব এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। ৩। জনাব মোঃ আবুল হোসেন মিঞা, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। ৪। জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।
		আবেদনকারী কমিশনের চেয়ারপার্সন বরাবরে ০৯-১১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। চেয়ারপার্সন কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে কমিশনের সচিব অভিযোগটি অনুসন্ধানের নিমিত্ত অনুসন্ধান ও তদন্ত ইউনিট বরাবর প্রেরণ করেন। প্রাপ্ত অভিযোগটি অনুসন্ধান ও তদন্ত ইউনিট কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। অনুসন্ধান ও তদন্ত ইউনিট অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান ক্রমে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করেন। অনুসন্ধান প্রতিবেদনটি ০৭-০৮-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের ১৮তম সভায় পর্যালোচনা করা হয়। অভিযোগটি আমলে নিয়ে কমিশন কয়েকটি বিষয় উল্লেখ পূর্বক তদন্তক্রমে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেয়ার জন্য পুনরায় অনুসন্ধান ও তদন্ত ইউনিটকে দায়িত্ব প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধান ও তদন্ত ইউনিট তদন্ত করে একটি বিস্তারিত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনটি প্রতিযোগিতা আইনের ১৫(১) ধারা লংঘনের সত্যতা রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়। কমিশনে অভিযোগটি দায়ের করার পর আবেদনকারী একই বিষয়ে মাননীয় হাইকোর্ট বরাবর ১৯-১১-২০১৭ তারিখে ১৬৬০৫/২০১৭ নং রিট দায়ের করেন। রিটটিতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে ৩ নং বিবাদী করা হয়েছে। রিট আবেদনটি এবং এতদ্‌বিষয়ে মাননীয় হাইকোর্টের ২০-১১-২০১৭ তরিখে প্রদত্ত আদেশ পর্যালোচনা করা হয়। আদেশ অনুসারে বিবেচ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা কমিশনের চলমান তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনায় কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ প্রদান করা হয়নি। উপরন্তু রিটের আদেশে কমিশনকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে কেন অবৈধ মর্মে ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চাওয়া হয়েছে।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা		অভিযোগকারীর দাখিলকৃত পত্র হতে নিম্নবর্ণিত তথ্য পাওয়া যায়: চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন, যুগ্ম-শ্রম পরিচালক, চট্টগ্রাম এর রেজিষ্ট্রিকৃত একটি ট্রেড ইউনিয়ন। *"চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর পরিপন্থি নিম্নেবর্ণিত কার্যকলাপের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়:-* ১. *ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু পরিচালনার বিষয়ে সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ভিন্ন অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক নীতিমালা বা আইন কানুন, বিধি বিধান ইত্যাদি জারির এখতিয়ার না থাকা স্বত্বেও বিষয়ে উল্লেখিত এসোসিয়েশন সরকারী বিভাগসহ বিভিন্ন সংস্থায় (প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভূক্ত নয়) সি এন্ড এফ সেবা প্রদানের বিষয়ে একটি বেআইনি, এখতিয়ার বহির্ভূত এবং পক্ষপাত মূলক নীতিমালা জারী করেছে। যার কারণে প্রভাবশালী গুটি কয়েক সি এন্ড এফ এজেন্টগণ*	

		লাভবান হইতেছে। উক্ত নীতিমালার কারণে অধিকাংশ সি এন্ড এফ এজেন্টগণ ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে। ২. *১ নং দফায় উল্লেখিত নীতিমালার ১ নং ক্রমিক পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে উল্লেখিত এসোসিয়েশন বিভিন্ন টেন্ডারে কমিশন হার নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। উক্ত কমিশন হার মানার জন্য সদস্যদের বাধ্য করা হইতেছে। যাহা ২০১২ সনের প্রতিযোগিতা আইনের সুস্পষ্ট লংঘন বলিয়া মনে করি।* ৩. *নীতিমালায় আরো যেই সকল শর্ত রহিয়াছে তাহাও ন্যায় বিচার ও ২০১২ সনের প্রতিযোগিতা আইনের পরিপন্থি।* ৪. *সম্প্রতি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর প্রকল্প পরিচালক আরবান রিলায়েন্স প্রজেক্ট ডি এন সি সি-পার্ট, বাড়ী নং-২৭, সড়ক নং-৪৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ এর দপ্তর কর্তৃক সি এন্ড এফ এজেন্ট নিয়োগের জন্য দরপত্র আহবান করিলে আমাদের প্রতিষ্ঠান উক্ত দরপত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশ গ্রহণ করে। আমাদের প্রতিষ্ঠান দরপত্রে চাহিত মতে যাবতীয় শর্তাবলী মানিয়া দরপত্র দাখিল করিয়াছে। চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন তাহাদের ০২-১১-২০১৭ ইং তারিখের পত্র নং ৮(৯)১২৭/২০১৭/৪৭৪৭-৪৭৫৭ দ্বারা কর্তৃপক্ষকে জানায় যে আমাদের প্রতিষ্ঠানসহ ৫টি প্রতিষ্ঠান নাকি নীতিমালা ভঙ্গ করিয়াছে এবং আমাদের মধ্য হইতে সি এন্ড এফ এজেন্ট নিয়োগ না করার জন্য তাহারা প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানায়।* ৫. *সি এন্ড এফ এজেন্ট এসোসিয়েশনের নীতিমালায় নির্দেশিত দরে সি এন্ড এফ নিয়োগ করা হইলে সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে করি কোন দর পত্রের প্রয়োজন হবে না এবং প্রতিযোগিতা মূলক দরও পাওয়া যাইবে না। কাজেই উক্ত নীতিমালা আপনার পর্যায় হইতে অবিলম্বে বাতিল করার বিষয় বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিতেছি।* *চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন একটি ট্রেড ইউনিয়ন। এই প্রতিষ্ঠান সদস্যদের কল্যাণ ভিন্ন অন্য কোন কার্যক্রম সম্পাদনের এখতিয়ার তাহাদের নাই। টেন্ডার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেশে পি পি আর আইন রহিয়াছে। উক্ত আইন এবং তৎসঙ্গে ২০১২ সনের প্রতিযোগিতা আইন অবশ্যই প্রচলিত আইন হিসাবে সকল টেন্ডার কার্যক্রমে অনুসরণীয় বলিয়া মনে করি। চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন কর্তৃক টেন্ডারের দর নিয়ন্ত্রণ ও তৎবিষয়ে হস্তক্ষেপ বে-আইনি ও ন্যায় বিচারের পরিপন্থি বিধায় তাহাদের উল্লেখিত নীতিমালা অবিলম্বে বাতিল ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য করিতে নিবেদন করিতেছি।"*
অভিযোগকারীর প্রার্থীত প্রতিকার		প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ লংঘন করে চিটাগাং সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন কর্তৃক টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী সকল সি এন্ড এফ এর জন্য অবশ্য পালনীয় সাধারণ নিয়ামাবলি শিরোনামে জারিকৃত বেআইনি, উদ্দেশ্য প্রণোদিত নির্দেশনাবলি বাতিল ঘোষণা করা।
প্রতিপক্ষের জবাবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা		কমিশন কর্তৃক সমন প্রদানের পর প্রতিপক্ষের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি জনাব মোঃ ওমর ফারুক উপস্থিত হয়ে বক্তব্য প্রদানসহ কাগজাদি দাখিল করেন। চিটাগাং সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রে ২৮টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। গঠনতন্ত্র অনুসারে সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন কাস্টমস হাউজ, চট্টগ্রাম, বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম, কাস্টমস এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রামের নিকট থেকে সি এন্ড এফ ব্যবসা পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত মালিকদের দ্বারা গঠিত একটি এসোসিয়েশন। এ এসোসিয়েশনের কার্যক্রম চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ, বিমান বন্দর, ইপিজেড সমূহ, প্রাইভেট আই সি ডি সমূহ, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর কেন্দ্রিক পরিচালিত হয়। গঠনতন্ত্রটি রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন চট্টগ্রাম এ নিবন্ধনকৃত তালিকাভুক্তি নং বি-১৭০৭ তারিখ: ৩০-০৬-১৯৭৫ ইং। যা ১৬-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন চট্টগ্রাম বিভাগ কৃর্তক সংশোধিত ও নিবন্ধনকৃত। তিনি জানান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নীতিমালা অনুসরণ করে সদস্যগণের স্বার্থ রক্ষা ও কল্যাণসাধনে সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত পত্রের আলোকে সি এন্ড এফ এজেন্টস্ হতে মূল্য সংযোজন কর সহজও কার্যকরভাবে আদায়ের নিমিত্ত এসোসিয়েশন সহায়তা করে আসছে। মূল্য সংযোজন কর সহজভাবে

		আদায়ের লক্ষ্যে এসোসিয়েশনের ২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় টেন্ডার নীতিমালা সংশোধনী অনুমোদন করা হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে সি এন্ড এফ টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী সকল এজেন্টদের জন্য অবশ্য পালনীয় সাধারণ নিয়মাবলি জারি করা হয়। তিনি তার বক্তব্যের সমর্থনে এ সংক্রান্ত কাগজসমূহ দাখিল করেন।
বিবেচ্য বিষয়		১। অভিযোগটি প্রতিযোগিতা আইনের আওতাভূক্ত কি না এবং উচ্চ আদালতে রিট চলমান থাকায় কমিশন এ বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে এখতিয়ার সম্পন্ন কি না? ২। চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ নং ৩(১৭) ধারাটি প্রতিযোগিতা বিরোধী কি না? ৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিস আদেশ স্মারক নং-৯৩, তারিখ ০৭-১০-১৯৯৩, টেন্ডার দাখিলের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বিরোধী কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত কি না এবং চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন এর অপপ্রয়োগ করেছে কি না? ৪। প্রতিপক্ষ কর্তৃক সি এন্ড এফ সংক্রান্ত সেবা প্রদানে কমিশনের হার নির্ধারণ সংক্রান্ত সাধারণ নিয়মাবলি প্রণয়ন ও সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ১৫(১) ধারার লংঘন কি না?
বিবেচ্য বিষয় বিশ্লেষণ		১ নং বিবেচ্য বিষয়: অভিযোগটি প্রতিযোগিতা আইনের আওতাভূক্ত কি না এবং উচ্চ আদালতে রিট চলমান থাকায় কমিশন এ বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে এখতিয়ার সম্পন্ন কি না? বিশ্লেষণ: যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রমাণ এবং দলিলাদি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আনীত অভিযোগ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ১৫(১) ধারা লংঘন সেহেতু এ অভিযোগ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর আওতায় কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তি যোগ্য। প্রতিপক্ষ শুনানিকালে বলেন যেহেতু একি বিষয়ে মাননীয় হাইকোর্টে একটি রিট চলমান রয়েছে সেহেতু প্রতিযোগিতা কমিশন এ অভিযোগ আমলে নিয়ে নিষ্পত্তি করতে আইনগতভাবে এখতিয়ার সম্পন্ন নয়। রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ অভিযোগের বিষয় কমিশনের স্থগিত রাখা উচিত। রিট আবেদন এবং এতদ্‌বিষয়ে মাননীয় হাইকোর্টের ২০-১১-২০১৭ তরিখে প্রদত্ত আদেশ পর্যালোচনা করে দেখা যায় বিবেচ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা কমিশনের চলমান কার্যক্রম পরিচালনায় কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ প্রদান করা হয়নি। অর্থাৎ এ পর্যায়ে অত্র কমিশন কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালনায় কোন প্রকার বাধা নেই মর্মে কমিশন মনে করে। অধিকন্তু রিটের আদেশে কমিশনকে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে কেন অবৈধ মর্মে ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চাওয়া হয় এবং প্রতিযোগিতা আইন বাস্তাবায়নে তৎপর থাকতে পর্যবেক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে কমিশন তাঁর কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২ নং বিবেচ্য বিষয়: চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ নং ৩(১৭) ধারাটি প্রতিযোগিতা বিরোধী কি না? বিশ্লেষণ: চিটাগাং সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের উদ্দ্যেশাবলীর ৩(৬) ধারায় এসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে নীতি বিবর্জিত প্রতিযোগিতাকে নিরুৎসাহিত করা এবং ৯ ধারায় সকল সদস্যদের মধ্যে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। অথচ গঠনতন্ত্রে ৩(১৭) ধারায় যে উদ্দেশ্য বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ- *"এসোসিয়েশনের সকল সদস্যের ব্যবসায়ীক স্বার্থে একটি ন্যূনতম কমিশন হার নির্ধারণ করতঃ তা*

আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।"

উপরে বর্ণিত ধারাটি প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ১৫(২)(খ) এর সাথে সাংঘর্ষিক, যেখানে বলা হয়েছে,

" কোন চুক্তি, অভিন্ন বা সাদৃশ্য পণ্য লেনদেন বা সেবার সংস্থানের সহিত সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংঘের অনুশীলন বা সিদ্ধান্ত পণ্যের বা সেবার বাজারে প্রতিযোগিতার পরিপন্থী বা বিরূপ বলিয়া বিবেচিত হইবে যদি উহা কোন পণ্য বা সেবার-

(খ) উৎপাদন, সরবরাহ, বাজার, কারিগরি উন্নয়ন, বিনিয়োগ বা সেবার সংস্থানকে সীমিত বা নিয়ন্ত্রণ করে।"

সুতরাং, ৩(১৭) ধারা অনুসারে একটি ন্যূনতম কমিশনের হার নির্ধারণ স্পষ্টতই প্রতিযোগিতা বিরোধী। সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন কর্তৃক কমিশন/চার্জ নির্ধারণের মাধ্যমে Cartel সংঘটন করে ভোক্তার স্বার্থ ক্ষুন্ন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা আইনের ২(ঙ) তে বলা হয়েছে,

"কার্টেল (Cartel) অর্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন চুক্তির মাধ্যমে কোন পণ্য বা সেবার বাজারে একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য পণ্যের উৎপাদন, পরিবেশন, বিক্রয়, মূল্য বা লেনদেন অথবা কোন প্রকার সেবা সীমিতকরণ, নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা বা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।"

সি এন্ড এফ এজেন্টস্ কর্তৃক গঠনতন্ত্রের ৩(১৭) ধারা অনুয়ায়ী সকল সদস্যের ব্যবসায়ীক স্বার্থে একটি ন্যূনতম কমিশন হার নির্ধারণ করে তা আদায় করার বিষয়টিতে Cartel সংঘটিত হয়েছে এবং তা একই সাথে প্রতিযোগিতা আইনের ১৫(২)(খ) ধারার স্পষ্ট লংঘন।

৩ নং বিবেচ্য বিষয়:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অফিস আদেশ স্মারক নং-৯৩, তারিখ ০৭-১০-১৯৯৩, টেন্ডার দাখিলের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বিরোধী কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত কিনা এবং চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন এর অপপ্রয়োগ করেছে কি না?

বিশ্লেষণ:

মূলত বিভিন্ন প্রকার কর আদায়ের উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠিত হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইন অনুসারে সেবা প্রদানকারী ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়াডিং এজেন্টস্ সংস্থাসমূহ হতে মূল্য সংযোজন কর সহজ ও কার্যকরভাবে আদায়ের নিমিত্ত নির্দেশাবলী জারী করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জারীকৃত এ নির্দেশাবলীতে কর আদায়ের ভিত্তি ঘোষণা করা হয়েছে মাত্র। কর আদায়ের এই ভিত্তি সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশনের সেবা প্রদানের ভিত্তি হওয়ার আইনগত সুযোগ নেই এবং একি সাথে সেবা প্রদানকারী কোন সি এন্ড এফ এজেন্টকে এই নির্দেশনার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করার আইনগত এখতিয়ার সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশনের নেই। বরং জারী করা এই পত্রটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এখানে মূলত সি এন্ড এফ এজেন্টগণ কি প্রক্রিয়ায় কর প্রদান করবেন তার বর্ণনা করা হয়েছে। যে পত্রটিকে মূল্য সংযোজন কর প্রদান সহজীকরণের উদ্দেশ্যে জারী করা হয়েছে, সে পত্রটিকে সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন তাদের সদস্যদের কমিশনের ন্যূনতম (Floor Price) হার নির্ধারণের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে অপপ্রয়োগ করার সুযোগ নেই।

৪ নং বিবেচ্য বিষয়:

প্রতিপক্ষ কর্তৃক সি এন্ড এফ সংক্রান্ত সেবা প্রদানে কমিশনের হার নির্ধারণ সংক্রান্ত সাধারণ নিয়মাবলী প্রণয়ন ও সি এন্ড এফ এসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ১৫(১) ধারার লংঘন কি না?

বিশ্লেষণ:

সি এন্ড এফ এজেন্টস এসোসিয়েশন এর ২২-০৩-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করা হয়। কার্যবিবরণীর ৮ নং আলোচ্য বিষয় টেন্ডার নীতিমালার সংশোধনী অনুমোদন। এই সংশোধনী অনুমোদনক্রমে এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে

১২-০৫-২০১০ তারিখে সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত একটি প্রচার পত্র নং- ৩১/২০১০ জারি করা হয়। পত্রের শিরোনাম ছিল-

*"বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সি এন্ড এফ এজেন্ট নিয়োগের টেন্ডারে অংশ গ্রহণের জন্য **এসোসিয়েশন কর্তৃক** নির্ধারিত বাধ্যতামূলক নিম্নতম কমিশন হার ও টেন্ডার নীতিমালার বিষয়ে সি এন্ড এফ এজেন্টগণের দৃষ্টি আকর্ষণ"।*

টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী সকল সি এন্ড এফ এজেন্টদের জন্য অবশ্য পালনীয় সাধারণ নিয়মাবলী পর্যালোচনা করা হয়। এ সাধারণ নিয়মাবলির ১৮ নং অনুচ্ছেদে নিম্নোক্ত বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে-

"(ক) কোন সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা ভঙ্গ বা অমান্য করিয়া কোন টেন্ডারে অংশগ্রহণ করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা হিসাবে সর্বনিম্ন ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।

(খ) নীতিমালা বিরোধী সি এন্ড এফ চুক্তি সই করতঃ কার্য সম্পাদন করিলে সংশ্লিষ্ট সি এন্ড এফ এজেন্ট যতটুকু সি এন্ড এফ কমিশন অর্জন করিবে সে পরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে এসোসিয়েশনকে অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে"।

চিটাগাং সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশনের প্রণীত গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করা হয়। গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ নং ৩ এ এসোসিয়েশনের উদ্দ্যেশাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

এসোসিয়েশনের কতিপয় উদ্দেশ্যাবলী ঃ

(১) সাধারণ সদস্যদের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি মনোভাব গড়ে তোলা।

(২) সাধারণ সদস্যদের আর্থিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়ন ও অধিকার সংরক্ষণ এবং কাস্টমস ও বন্দর কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী/স্বায়ত্বশাসিক বিভাগ/কর্তৃপক্ষের সাথে সাধারণ সদস্যদের ব্যবসায়িক জটিলতা নিরসন এবং সম্পর্ক উন্নয়ন করা।

(৩) প্রয়োজনবোধে এসোসিয়েশন দেশে অবস্থিত অন্যান্য সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশনগুলোর সাথে একই আদর্শ ও উদ্দেশ্যে গঠিত ফেডারেশন বা অন্য কোন ফেডারেশনের সাথে সরাসরি অথবা তাদের ফেডারেশনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে যৌথ স্বার্থ সংশিষ্ট ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম গ্রহণ করা। ফেডারেশন অব সি এন্ড এফ এজেন্টস এসোসিয়েশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করা। প্রয়োজনে একক বা যৌথ ভাবে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করা বা একত্রে কার্যক্রম গ্রহণ করা। সরকার কর্তৃক জাতীয় ক্ষেত্রে সি এন্ড এফ এজেন্টদের জন্য স্বতন্ত্র একটি আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালানো।

(৪) অনভিপ্রেত ও নীতি বিবর্জিত প্রতিযোগিতাকে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলে ব্যবসার সার্বিক উন্নতি নিশ্চিত করা।

(৫) দৈনন্দিন ব্যবসার ক্ষেত্রে উদ্ভুত জটিলতা নিরসন করে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সকল সাধারণ সদস্যকে আইনগত সহায়তা দান করা।

(৬) ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে এসোসিয়েশনের সকল সদস্যদের মধ্যে ন্যায়-নীতি ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত করা।

(৭) এসোসিয়েশনের সদস্যদের স্বার্থরক্ষা ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা করা ও পরামর্শ দান করা।

(৮) এসোসিয়েশনের সকল সদস্যের ব্যবসায়িক স্বার্থে একটি ন্যূনতম কমিশন হার নির্ধারণ করতঃ তা আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৯) এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিল করার জন্য কাস্টম বা অন্য কোন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে দ্বৈত ব্যবস্থাপনাধীন কাজে সম্পৃক্ত হওয়া অথবা ঐ জাতীয় কার্যসম্পাদনে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।

চিটাগাং কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন কর্তৃক গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৩ (১৭), ২২-০৩-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভার ৮নং আলোচ্যসূচি মোতাবেক গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, চিটাগাং কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন কমিশনের হার নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল:

(ক) পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা বরাবরে এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ১৯-০৩-২০১২ তারিখে প্রেরিত পত্রে মেসার্স আলিফ ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সী, মেসার্স প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল, মেসার্স পাই-কেমি এবং মেসার্স এ, এস, ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশনের নীতিমালা ভঙ্গ করে দরপত্র দাখিল করার অভিযোগ এনে উক্ত সি এন্ড এফ এজেন্টসগণকে নিয়োগ প্রদান না করার জন্য অনুরোধ করা হয়। অন্যথায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আমদানিকৃত পণ্য খালাসে কোনরূপ জটিলতার উদ্ভব হলে এ জন্য চিটাগাং কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন দায়ী থাকবে না মর্মে ভীতি ও চাপ প্রয়োগ করা হয়।

(খ) মহাব্যবস্থাপক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ ভবন (৫ম তলা), ৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২ বরাবরে এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ১৯-০৩-২০১২ তারিখে প্রেরিত পত্রে মেসার্স অগ্রদূত ট্রেডার্স লিঃ, মেসার্স প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল, মেসার্স, ক্রিয়েশান এসোসিয়েশনের নীতিমালা ভঙ্গ করে দরপত্র দাখিল করার অভিযোগ এনে উক্ত সি এন্ড এফ এজেন্টসগণকে নিয়োগ প্রদান না করার জন্য অনুরোধ করা হয়। অন্যথায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর আমদানিকৃত পণ্য খালাসে কোনরূপ জটিলতার উদ্ভব হলে এ জন্য চিটাগাং কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন দায়ী থাকবে না মর্মে ভীতি ও চাপ প্রয়োগ করা হয় ।

(গ) প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আরবান রিলায়েন্স প্রজেক্ট ডিএনসিসি-পার্ট, বাড়ি নং-২৭, সড়ক নং-৪৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ বরাবরে এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ০২-১১-২০১৭ তারিখে প্রেরিত পত্রে উল্লেখ করা হয় যে-

(১) মেসার্স জেমস্ ইন্টারন্যাশনাল, (২) মেসার্স মিলকিওয়ে সিপিং লাইন্স (প্রাঃ) লিঃ, (৩) মেসার্স অগ্রদূত ট্রেডার্স লিঃ, (৪) মেসার্স আলেয়া এন্টারপ্রাইজ লিঃ এবং (৫) মেসার্স আটলান্টিক ট্রেডার্স এসোসিয়েশনের নীতিমালা অনুসরণ করে দরপত্র দাখিল করেছে।

অপর পক্ষে (১) মেসার্স সাম সিন্ডিকেট (প্রাঃ) লিঃ, (২) মেসার্স এজি এন্টারপ্রাইজ লিঃ, (৩) মেসার্স প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল, (৪) মেসার্স ইসলামিয়া ট্রেড সেন্টার, ও (৫) মেসার্স এ, এস ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশনের নীতিমালা ভঙ্গ করে দরপত্র দাখিল করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়। এসোসিয়েশনের নীতিমালা ভঙ্গ করে টেন্ডারে অংশ গ্রহণকারী সি এন্ড এফ এজেন্টগণের মধ্য হতে কাউকে নিযুক্ত না করে এসোসিয়েশনের নীতিমালা পরিপালন করে যারা দরপত্র দাখিল করেছেন তাদের মধ্য হতে সি এন্ড এফ নিয়োগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। অন্যথায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আমদানিকৃত পণ্য খালাসে কোনরূপ জটিলতার উদ্ভব হলে তার জন্য চিটাগাং কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন দায়ী থাকবে না মর্মে ভীতি ও চাপ প্রয়োগ করা হয়।

		এসোসিয়েশনের ২২-০৩-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর ৮নং আলোচনায় টেন্ডার সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদন এবং তৎপ্রেক্ষিতে ১২-০৫-২০১০ তারিখে জারিকৃত পত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এসোসিয়েশন তার সদস্যগণের টেন্ডার অংশ গ্রহণ বিষয়ে একটি ন্যূনতম কমিশন হার (Floor Price) নির্দারণ করতঃ তালিকা করে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যা একাধারে সরকারি ক্রয় আইন পরিপন্থি এবং প্রতিযোগিতা বিরোধী। বিবেচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায়, চিটাগাং সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন তাদের (i) গঠনতন্ত্র, (ii) টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী সকল সি এন্ড এফ এজেন্টদের জন্য অবশ্য পালনীয় সাধারণ নিয়মাবলি {১৮(ক), ১৮(খ)} ও (iii) ২৩ তম সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত ব্যবহার করে দীর্ঘ দিন ধরে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড পরিচালনা ও তা কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।
সিদ্ধান্ত		প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে কাস্টমস্ এজেন্টস্ (লাইসেন্সিং) বিধিমালা, ২০১৬ অনুসারে প্রথম লাইসেন্স গ্রহনের সময়ে সি এন্ড এফ এজেন্ট এসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার বাধ্যবাধকতা না থাকলেও পরবর্তীতে বর্ণিত আইন এর বিধি ৯(চ) অনুসারে লাইসেন্স নবায়ন করা কালীন সময় সংশ্লিষ্ট ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন এর সদস্যভুক্তির সনদপত্র প্রয়োজন হয়। সদস্য পদ অর্জনের পর সংশ্লিষ্ট সি এন্ড এফ এজেন্টস্কে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ০৪/মূসক/৯৩, তারিখ: ০৭/১০/১৯৯৩ এর ২ ও ৩ নং অনুচ্ছেদের শর্ত মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনা করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ২ ও ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত এসোসিয়েশন কর্তৃক ঘোষিত কমিশন বা চার্জের পরিমানকে VAT নিরূপন ও আদায়ের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ সেবা প্রদানকারী এজেন্টগন সেবা গ্রহীতাকে দেয়া সেবার বিনিময় মূল্য পূর্বেই নির্ধারণ করেছেন। একই সাথে এসোসিয়েশনের অন্তর্ভূক্ত সকল সদস্য সি এন্ড এফ এজেন্টস্ সংক্রান্ত যে কোন সেবা প্রদানে তাদের কর্তৃক নির্ধারিত কমিশনের বা চার্জের নিম্নে দর দেয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করছে। এসোসিয়েশনের ২২-০৩-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর ৮নং আলোচনায় টেন্ডার সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদন এবং তৎপ্রেক্ষিতে ১২-০৫-২০১০ তারিখে জারিকৃত পত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এসোসিয়েশন তার সদস্যগণের টেন্ডার অংশ গ্রহণ বিষয়ে একটি ন্যূনতম কমিশন হার তালিকা করে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যা প্রতিযোগিতা বিরোধী। বিবেচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায়, চিটাগাং সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন তাদের (i) গঠনতন্ত্র, (ii) টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী সকল সি এন্ড এফ এজেন্টদের জন্য অবশ্য পালনীয় সাধারণ নিয়মাবলি {১৮(ক), ১৮(খ)} ও (iii) ২৩ তম সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত ব্যবহার করে দীর্ঘ দিন ধরে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে ও তা কার্যকর করার জন্য বেআইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। চিটাগাং সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের উদ্দ্যেশাবলীর ৩ এর ৯ ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সকল সদস্যদের মধ্যে ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও, ৩ এর ১৭ ধারা অনুসারে একটি ন্যূনতম কমিশনের হার নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে যা স্পষ্টতই প্রতিযোগিতা বিরোধী। সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন কর্তৃক কমিশন/চার্জ নির্ধারণ করে (Cartel) ভোক্তার স্বার্থ ক্ষুন্ন করা হয়েছে। চিটাগাং সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন উক্ত প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্ণিত পত্রের নির্দেশনাকে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সি এন্ড এফ এর সেবার বাজার ১৯৯৩ খ্রিঃ হতে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অলিগপলি (Oligopoly) অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এর মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ (price fixing), প্রতিযোগিতা হ্রাস এবং চিটাগাং সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য মেনে দরপত্র দাখিল না করলে সংশ্লিষ্ট সি এন্ড এফ কে সেবার বাজার থেকে বাদ দেওয়ার (exclusion) লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যা প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড হিসেবে বিবেচিত। চিটাগাং সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন বিবেচ্য সেবার বাজারে উদ্ভাবন, উন্নয়ন,

বিনিয়োগ এবং প্রতিযোগিতা মূলক মূল্যে উন্নত সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভোক্তাকে তার প্রাপ্য অধিকার হতে বঞ্চিত করছে, যা প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ১৫(১) ও ১৫(২)(খ) ধারার লংঘন মর্মে অনুমিত হয়।

সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনা ক্রমে দেখা যায় যে,

১। চিটাগাং সি এন্ড এফ এজেন্টস এসোসিয়েশনের ২২-০৩-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩ তম সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত;

২। চিটাগাং সি এন্ড এফ এজেন্টস এসোসিয়েশন কর্তৃক জারীকৃত ১২-০৫-২০১০ তারিখের পত্র এবং

৩। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস চট্টগ্রাম কর্তৃক সি এন্ড এফ এজেন্টস এসোসিয়েশনের নিবন্ধনকৃত গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৩(১৭) ব্যবহার করে-

চট্টগ্রাম বন্দরের ক্লিয়ারিং এবং ফরোয়ার্ডিং সেবার বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা আইনের ১৫(১) ও ১৫(২)(খ) ধারা মোতাবেক প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড ১৯৯৩ সাল থেকে পরিচালনা করে আসছে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করে কমিশন ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ২০ ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত আদেশ প্রদান করছে :

চিটাগাং সি এন্ড এফ এজেন্টস এসোসিয়েশন কর্তৃক ১২-০৫-২০১০ তারিখের ৩১/২০১০ নং প্রচার পত্রে জারীকৃত টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী সকল সি এন্ড এফ এজেন্টদের জন্য অবশ্য পালনীয় সাধারণ নিয়মাবলী এর- ১ (এক), ৬ (ছয়), ৮ (আট), ১১ (এগার), ১৩ (তের) নং অনুচ্ছেদ প্রতিযোগিতা আইনের ১৫(১) ধারার লংঘন বিধায় বাতিল করা হল এবং পুনরায় এ প্রকার প্রতিযোগিতা বিরোধী নিয়মাবলী সি এন্ড এফ সদস্যদের প্রতি আরোপ করা হতে প্রতিপক্ষকে বারিত করা হল।

চট্টগ্রাম সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন এর নিবন্ধনকৃত গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৩(১৭) সুস্পষ্টভাবে প্রতিযোগিতা আইনের ১৫(২)(খ) ধারার লংঘন বিধায় গঠনতন্ত্রের উক্ত ধারাটি বাতিল করতঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক সংশোধনক্রমে অত্র আদেশ প্রদানের ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে বিষয়টি কমিশনকে অবহিত করতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

কমিশনের সচিব অত্র আদেশটি জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
মোঃ আব্দুর রউফ	মোঃ আবুল হোসেন মিঞা	এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী
সদস্য	সদস্য	সদস্য

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী
চেয়ারপার্সন